তৃতীয় বর্ষ২য় ও ৩য় সংখ্যা
অক্টোবর-২০১৩

তৃতীয়বর্ষ ২য় ও ৩য় সংখ্যা (অক্টোবর -২০১৩)

নকিব

(ত্রৈমাসিক পত্রিকা)

সূচিপত্র

	শিরোনাম		পৃষ্ঠা
■	**কবিতা :**		
	ক) স্বদেশ	- দেবব্রত দত্ত	২
	খ) দাগ	- অঞ্জন বণিক	২
■	**সম্পাদকীয় (১)**		৩
■	**কবিতা :**		
	সঞ্চয়ীর রক্ত	- সুপ্রভাত লাহিড়ী	৬
■	**সম্পাদকীয় (২)**		
■	**প্রসঙ্গ মণিপুর :**		
	ক) ইরম শর্মিলা চানু		১২
	খ) মণিপুর রাজ্যের ইতিহাস		১৪
	গ) আর্মড ফোর্স স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট		১৮
	ঘ) **দুটি কবিতা :** ইরম শর্মিলা চানু		২০
■	**প্রসঙ্গ ছত্তিশগড় :**		
	ক) এদেসমেতায় আদিবাসী হত্যাকাণ্ড		২১
	খ) বিরামহীন হিংসার ঘূর্ণাবর্ত - একটি বিবৃতি		২৪
	গ) 'লাল পিঁপড়ের স্বপ্ন' - একটি তথ্যচিত্র		২৬
■	**কবিতা :**		
	যদি তোমার মুক্তকণ্ঠ	- সব্যসাচী গোস্বামী	২৯
■	যাত্রিবাহী ট্রেনে 'সন্ত্রাসবাদী' হামলা		৩০
■	নতুন পথের খোঁজে	- পুণ্যব্রত গুণ	৩১
■	নোনাডাঙা উচ্ছেদের একবছর - সিদ্ধার্থ গুপ্ত		৩৬
■	'বুর্জোয়া কবি' রবীন্দ্রনাথ ঃ একটি সীমাবদ্ধতা- অমিতাভ কর		৪০
■	ইহুদী গেট্টোতে অভিনীত 'ডাকঘর' - সুব্রত ঘোষ		৫৫
■	যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-এর ছাত্র আন্দোলন		৫৯
■	পাঠকের কলমে		৩৯,৬৪

সম্পাদক-প্রকাশক
অমিতাভ কর, পদুমবসান, তমলুক
পূর্ব মেদিনীপুর - ৭২১৬৩৬
চলভাষ - ৯৪৩৩৫৫৯৪৯৪
e-mail: amitabhakar2007@rediffmail.com

প্রচ্ছদ - অঞ্জন বণিক
মুদ্রক - ইউনিক প্রিন্টার্স, তমলুক

মূল্য: ২০ টাকা

নতুন পথের খোঁজে

পুণ্যব্রত গুণ

"অর্থনীতিবাদের অন্ধকার নয়, আর্থিক সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে মুক্তির অবলোকন চাই, চাই আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন শ্রমিকশ্রেণির প্রতিষ্ঠা, চাই নতুন সংস্কৃতির বিশুদ্ধ বাতাস, চাই বিপ্লবী ট্রেড ইউনিয়ন।" - শঙ্কর গুহনিয়োগী

ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ইতিহাস শতাধিক বর্ষের পুরানো। কিন্তু কী দক্ষিণপন্থী, কী বামপন্থী কোন রাজনৈতিক পার্টিই শ্রমিক আন্দোলন অর্থনীতিবাদের পাঁক থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করেননি। সেদিক থেকে ব্যতিক্রমী এক উল্লেখযোগ্য প্রয়াস শুরু হয় আজ থেকে ৩৬ বছর আগে ১৯৭৭এ কমরেড শঙ্কর গুহনিয়োগীর নেতৃত্বে ছত্তিশগড়ে শ্রমিক আন্দোলনে। সে আন্দোলন আর্থিক দাবির বড় বড় লড়াইয়ে একের পর এক জয় হাসিল করার পাশাপাশি শোষণহীন সমাজব্যবস্থার লক্ষ্যে এগিয়ে চলে। মর্মবস্তুতে এবং প্রকৃতিগত দিক থেকে এ আন্দোলন ছিল অন্যান্য শ্রমিক আন্দোলন থেকে অনেকটাই ভিন্ন ধরণের।

১৯৭৭-এর ৩রা মার্চ 'ছত্তিশগড় মাইনস শ্রমিক সংঘ' গঠনের মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু। এই বছরেরই ২-৩রা জুন পুলিশের গুলিতে ১১ জনের শহিদত্ব বরণে তার অগ্নিদীক্ষা।

আর ১৯৯১-এর ২৮শে সেপ্টেম্বর কমরেড নিয়োগী যখন শ্রেণিসংগ্রামে শহিদ হলেন, তখন

তৎকালীন ছত্তিশগড়ের সাতটি জেলার মধ্যে পাঁচটিতে ছড়িয়ে পড়েছে সেই নতুন ধারার সংগঠন। নিয়োগী হত্যায় আবদমিত না হয়ে আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে, ১৯৯২-এর ১৫ জুলাই আবার আত্মবলিদান করেন ১৬ জন শ্রমিক। তারপর নিয়োগী-পরবর্তী নেতৃত্বের দুর্বলতায় ছত্তিশগড় শ্রমিক আন্দোলন খণ্ডিত, পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। কিন্তু নতুন পথে চলার এই প্রয়াস থেকে আজও শিক্ষা নিতে হবে ভারতের শ্রমিকশ্রেণিকে।

কাজের শুরু অসংগঠিত খনি শ্রমিকদের মধ্যে :

সাধারণ ধারণা হল - আধুনিক বৃহৎ শিল্পের শ্রমিকরা স্বাভাবিকভাবে এগিয়ে থাকা এবং সেই শ্রমিকদের সংগঠিত করার কাজে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত। কিন্তু কর্মজীবনের শুরুর সাত বছর ভিলাই ইস্পাত কারখানার দক্ষ শ্রমিক এবং ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠক হিসাবে লব্ধ নিজের অভিজ্ঞতা থেকে নিয়োগী দেখেছিলেন যে আধুনিক প্রযুক্তির বড় শিল্পগুলিতে দক্ষ শ্রমিকদের মধ্যে অর্থনীতিবাদ ক্রমেই প্রাধান্য বিস্তার লাভ করছে। জঙ্গি অর্থনীতিবাদী আন্দোলন তাঁদের মধ্যে সুবিধাবাদ ও সংগ্রামবিমুখতার জন্ম দিচ্ছে। সেদিক থেকে আসংগঠিত অদক্ষ ঠিকা শ্রমিকদের মধ্যে সংগ্রামী সম্ভাবনা অনেক বেশি। সমাজের নীচুতলায় এই মানুষরা ভবিষ্যৎ সংগ্রামের বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবেন। নিয়োগীর এই ভাবনা অনুযায়ী কাজ বেশ কিছুদূর অবধি সফল হয়। দল্লি রাজহরার পিছিয়ে থাকা খনি শ্রমিকদের মধ্যে যে সংগঠনের শুরু, তা ছড়িয়ে পড়ে ছত্তিশগড়ের অন্যান্য খনি আঞ্চলে, খনি শ্রমিকরা শ্রেণিসংগ্রামের প্রথম সারিতে এসে দাঁড়ালেন। ভিলাই, টেড়েসরা, উরলা, কুমহারি বালোদা প্রভৃতি শিল্পাঞ্চলের অস্থায়ী ঠিকা শ্রমিকরা সংগ্রাম ময়দানে

অবতীর্ণ হন। তাঁদের আন্দোলনের ধাক্কায় দুলে ওঠে ইস্পাত শিল্প, বস্ত্রশিল্পের শ্রমিকদেরও একটি অংশ।

অর্থনীতিবাদের বিরুদ্ধে ঃ তাঁর একটি বহুল প্রচারিত প্রবন্ধে নিয়োগী লেখেন "আর্থিক দাবিতে সংগ্রাম করলেই অর্থনীতিবাদ হয় না। কিন্তু যখন শুধুমাত্র আর্থিক দাবির সংগ্রাম হয় এবং বাকি সমস্ত রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রশ্নকে শিকেয় তুলে রাখা হয় তখন সেই ধরনের নীতিকেই অর্থনীতিবাদ বলে।"

এ যাবৎ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ছিল শ্রমিকদের জীবনের আট ঘণ্টার জন্য, যে আট ঘণ্টা শ্রমিক কর্মক্ষেত্রে কাটান। বেতন, বোনাস, ছুটি আর চার্জশিটের জবাব লেখা মাত্র ছিল ইউনিয়নের কাজ। বাকি ষোলো ঘণ্টা শ্রমিক কিভাবে কাটাবেন তা নিয়ে ইউনিয়ন মাথা ঘামাত না।

নিয়োগী শ্লোগান দেন — "ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন শ্রমিকদের জীবনের আট ঘণ্টার জন্য শুধু নয় — চব্বিশ ঘণ্টার জন্য।"

কেবল শ্লোগান নয়, শুরু হয় শ্লোগানকে বাস্তবে প্রয়োগের প্রয়াস। শ্রমিকরা বস্তিতে থাকেন। বস্তির উন্নয়নের দাবিতে আন্দোলন চালানোর জন্য গড়ে ওঠে **'বস্তি সুধার বিভাগ'**। (অর্থাৎ বস্তি শোধরানোর বিভাগ)

মানুষের মৌলিক প্রয়োজনগুলির মধ্যে অন্যতম — শিক্ষা। কেননা শিক্ষা আনে চেতনা। ইউনিয়নের **'শিক্ষাবিভাগ'** -এর উদ্যোগে কয়েকটি প্রাথমিক স্কুল গড়ে তুলে শ্রমিক-সন্তানদের শিক্ষার সুযোগ তৈরি করা হয়। আন্দোলন করে প্রশাসনকে বাধ্য করা হয় পর্যাপ্ত সংখ্যায় প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্কুল এবং কলেজ স্থাপনে।

নিরক্ষর শ্রমিকদের জন্য স্বাক্ষরতার কর্মসূচি নেওয়া হয়। শ্রমিকদের শিক্ষার জন্য গড়ে ওঠে ইউনিয়নের লাইব্রেরি বিভাগ। রাজনৈতিক শিক্ষার জন্য চালানো হতে থাকে পাঠচক্র।

মানবজীবনের আরেকটি অত্যাবশ্যক বিষয় স্বাস্থ্য। ইউনিয়নের **স্বাস্থ্য বিভাগ** শুরু করে "স্বাস্থ্যকে লিয়ে সংঘর্ষ করো"(স্বাস্থ্যের জন্য সংগ্রাম করো) আন্দোলন। গড়ে তোলা হয় শহিদ হাসপাতাল যা একাধারে সুলভে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার একটি মডেল, জনশিক্ষার একটি মাধ্যম এবং জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের এক হাতিয়ার। শহিদ হাসপাতাল চিকিৎসার কাজের পাশাপাশি স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সামন্ততান্ত্রিক কুসংস্কার এবং সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিরুদ্ধে মানুষের চেতনাকে জাগ্রত করার জন্য নিরন্তর প্রয়াস চালায়। আরেকটি উল্লেখযোগ্য অভিনবত্ব ছিল শহিদ হাসপাতালের পরিচালনায় — চিকিৎসক, কর্মী, রোগী, শ্রমিক প্রতিনিধি, জনপ্রতিনিধিদের সম অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এই কর্মসূচির পরিচালনা শোষণহীন নতুন সমাজে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কেমন হতে পারে তার ছবি তুলে ধরত।

ছত্তিশগড়ের নতুন ধারার শ্রমিক আন্দোলন অভিনব ছিল তার মদ্যপান বিরোধী আন্দোলনের মধ্যেও। প্রথাগত বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নগুলি নেশাবিরোধী কর্মসূচীকে কখনও নিজেদের আন্দোলনের বিষয় বলে মনে করেনি। অন্যদিকে গাঁধীবাদীরা বহু দশক ধরে নেশাবিরোধী আন্দোলন চালিয়েও উল্লেখ করার মত সফলতা লাভ করতে পারেনি, কেননা শ্রেণিসংগ্রামের সঙ্গে নেশাবিরোধী আন্দোলনের সম্পর্ক স্থাপনে তাঁদের প্রয়াস ছিল না।

ছত্তিশগড়ের আদিবাসীদের কাছে মদ্যপান কোন সামাজিক অপরাধ ছিল না। তাই ৭৭-এর রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে শ্রমিকদের মজুরিতে ৪-৫ গুণ বৃদ্ধি শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে প্রতিফলিত না হয়ে স্থানীয় মদের ভাঁটির বিক্রি বৃদ্ধিতে প্রতিফলিত হল। নিয়োগী শ্রমিক শহিদের রক্ত মদের ভাঁটির নালায় বওয়াতে দিতে রাজি ছিলেন না। তিনি শ্রমিকদের বোঝান যে, (১) মদের নেশায় আয়ের এক বড় অংশ নষ্ট হয়; তাই আন্দোলনের ফলে বেতন বৃদ্ধি হলেও জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন হয় না, (২) মদ ব্যবসায়ীরা শোষক শ্রেণিভুক্ত, মদ তাদের শোষণের হাতিয়ার, (৩) মদ স্বাস্থ্যের পক্ষে যেমন ক্ষতিকর তেমনি ক্ষতিকর মনের জন্য, মদ সংগ্রামী মানুষের সংগ্রাম স্পৃহাকে দুর্বল করে দেয়। প্রায় ৯৫% শ্রমিক মদের নেশা ছেড়ে দেন।

কিন্তু মদ ছিল শ্রমিকদের অবসর সময় কাটানোর মাধ্যম। মদ ছাড়ার পর শ্রমিকরা অবসর সময় কাটাবেন কীভাবে? ইউনিয়নের সাংস্কৃতিক বিভাগ 'নয়া আনজোর' (নতুন আলো) সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে কবিতা-গান-নাটকের মাধ্যমে নয়া গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির প্রচার করতে লাগল। শ্রমিকরা যাতে সময় কাটাতে সিনেমা হলে অবক্ষয়ী ফিল্ম দেখতে ভিড় না জমান, তাই ধীরে ধীরে গড়ে তোলা হল সুস্থ ও প্রগতিশীল ভিডিও ক্যাসেটের লাইব্রেরী। শ্রমিকদের কবি-প্রতিভা, গায়কী-প্রতিভাকে উৎসাহিত করা হল। বেশ কিছু শ্রমিক গায়ক-কবি আন্দোলনের প্রচার-প্রসারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন।

যাঁরা খেলাধূলায় আগ্রহী তাঁদের জন্য ইউনিয়নের ক্রীড়া বিভাগ গড়ে তোলে দুটি ক্লাব— 'শহিদ সুদামা অ্যাথলেটিক ক্লাব' এবং 'রেড গ্রিন ক্লাব'। ব্যায়াম, ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, ভলিবল, কবাডিতে পারদর্শী হয়ে ওঠেন অনেক শ্রমিক।

নারী অর্ধেক আকাশ ঃ নারীর শোষণ মুক্তি না হলে শ্রমিকশ্রেণির মুক্তি হতে পারে না। অথচ নারী মুক্তির প্রশ্ন শ্রমিক ইউনিয়নগুলিতে বা শ্রমিকশ্রেণির তথাকথিত পতাকাবাহী রাজনৈতিক পার্টিগুলিতে গুরুত্ব পায় না।

আলোচ্য নতুন ধারার শ্রমিক-আন্দোলনে কিন্তু এর প্রয়াসে গড়ে উঠল 'মহিলা মুক্তি মোর্চা' যার লক্ষ্য ঃ (১) নারী নেতৃত্বের বিকাশ, (২) নারীদের উপর সামন্তবাদী শোষণের বিরোধিতা, (৩) সমাজের অন্যান্য শোষিতবর্গের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন, (৪) পুঁজিবাদী শোষণের বিরোধিতা, (৫) শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে নয়া মূল্যবোধের প্রসারের জন্য লড়াই করা।

শ্রেণি মৈত্রী ও জাতীয়তার প্রশ্ন ঃ নিয়োগী বলেছিলেন —"অবিকশিত দেশগুলির ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন যদি দেশের সমস্ত দেশপ্রেমিক শক্তির সঙ্গে মোর্চা বানিয়ে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের দিশায় না এগোয়, তাহলে অর্থনীতিবাদের পাঁকে পড়ে এক বিকৃত রূপ ধারণ করা ছাড়া তার সামনে অন্য কোন রাস্তা থাকে না।" তাঁর ভাবনা ছিল — "আঞ্চলিক বিকাশে আঞ্চলিক জনতার অংশগ্রহণই জাতীয় বিকাশের গ্যারান্টি। আঞ্চলিক বিকাশে বাইরে থেকে আসা শ্রমিকরা আগ্রহ দেখান না, কেননা তাঁদের জাতীয়, সাংস্কৃতিক ও আর্থিক পশ্চাৎভূমি পৃথক। এইভাবে শিল্পের অধিকাংশ শ্রমিক (অঞ্চলের) বাইরে থেকে আসার ফলে তাঁরা আঞ্চলিক বিকাশের মূল ধারা থেকে সরে যান, নেতৃত্ব দেওয়া তো দূরের কথা।"

বর্তমান সমাজ ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করে শোষণহীন গণতান্ত্রিক সমাজ স্থাপনের জন্য শ্রমিকশ্রেণিকে তার বন্ধুশ্রেণিগুলির সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হতে হয়। আর জাতিসত্তার মুক্তি তথা

জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠা ছাড়া গণতান্ত্রিক সমাজ গড়ে ওঠে না।

শ্রেণি মৈত্রীর ধারণা প্রচারে প্রথম পদক্ষেপ ছিল — নতুন ধারার আন্দোলন — সংগঠনের পতাকা — পতাকার লাল রং শ্রমিক শ্রেণির আত্মদানের প্রতীক, সবুজ শ্রমিক শ্রেণির দৃঢ় মিত্র কৃষক সমাজের দ্যোতক।

ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে প্রারম্ভিক সাফল্যের পরপরই গড়ে ওঠে ইউনিয়নের কিষাণ বিভাগ। শ্রমিক নেতৃত্বে কৃষকদের নানা সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সংগ্রাম গড়ে ওঠে।

আত্মবিস্মৃত জাতি মুক্তিআন্দোলনে অগ্রসর হতে পারে না। নিয়োগী ইতিহাসের অন্ধকার থেকে তুলে আনলেন ১৯৫৭-র ছত্রিশগড়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদবিরোধী কৃষক আন্দোলনের নেতা নারায়ণ সিংহের সংগ্রামের কাহিনী। শহিদ বীর নারায়ণ সিংহ শ্রমিক-কৃষকের মুক্তি আকাঙ্ক্ষার অনুপ্রেরণা হয়ে ওঠেন।

শ্রমিক আন্দোলন বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কিষাণ বিভাগ রূপ নেয় ছত্তিশগড় মুক্তি মোর্চা-য়।

" 'ছত্তিশগড় মুক্তি মোর্চা' ছত্তিশগড়ের শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবী এবং অন্যান্য দেশপ্রেমিক শ্রেণিগুলির সংগ্রামী মোর্চা। শিল্প শ্রমিকশ্রেণি এই মোর্চার অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী শক্তি। 'ছত্তিশগড় মুক্তি মোর্চা' সংগঠনটিকে ছত্তিশগড়ের শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, যুব নারী এবং অন্যান্য শ্রেণি স্বেচ্ছায় গড়ে তোলেন গুণগতভাবে ছত্তিশগড়ের মানুষের আর্থিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বিকাশের লক্ষ্যে, ছত্তিশগড়ের ভৌগোলিক অঞ্চলে এক স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তুলে ছত্তিশগড়ের মানুষের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগানো এবং এক শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হওয়ার লক্ষ্যে।"

কেবল সংগঠনের ইস্তাহারে উপরোক্ত বিষয় দুটির উল্লেখ নয়, বাস্তব রূপ দেখা যেত আন্দোলনগুলিতেও। নিয়োগী শ্রমপুত্র (শ্রমিক, যাঁদের অধিকাংশ জন্মগতভাবে ছত্তিশগড়ের নন) এবং ভূমিপুত্র (ছত্তিশগড়ের কৃষক সমাজ) এর ধারণা আনেন। নিয়োগী বারবার গ্রীক পুরাণের বীর এন্টিউসের উদাহরণ দিতেন, যতক্ষণ তাঁর পা মাটিতে তিনি অজেয়। নিয়োগী বোঝাতেন — তেমনি যদি শ্রমপুত্র ভূমিপুত্রের সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্ক রাখেন তা হলেই তাঁরা জয়ী হতে পারেন। ছত্তিশগড়ের অধিকাংশ আন্দোলন যে জয়যুক্ত হতে পেরেছিল তার কারণ সাধারণ মেহনতি মানুষও এই সাধারণ সত্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

সংঘর্ষ ও নির্মাণের রাজনীতি ঃ "সংঘর্ষ কে লিয়ে নির্মাণ, নির্মাণ কে লিয়ে সংঘর্ষ" অর্থাৎ সংগ্রামের জন্য নির্মাণ, নির্মাণের জন্য সংগ্রাম — এই রাজনীতির মূল কথা। শোষণহীন সমাজ নির্মাণের লক্ষ্যে সংগ্রামগুলিকে চালনা করতে হবে, সেই সংগ্রাম চালানোর সময় শ্রমিকশ্রেণি নিজের উদ্যোগ, নিজের শক্তিতে কিছু কিছু নির্মাণ কাজ (বিপ্লবী সংস্কারের কাজ) করবে। এইসব নির্মাণের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠবে ভবিষ্যত সমাজের স্বপ্নের এক একটি অংশের রূপরেখা — শ্রমিকশ্রেণি আত্মবিশ্বাসী হবে, জনমুখী এইসব বিকল্প পরিবর্তনের লড়াইতে অনুপ্রাণিত করবে ব্যাপক জনতাকে। মানুষ যেমন চলে দুটি পায়ে, তেমনি ছত্তিশগড়ে শ্রমিক আন্দোলন চলছিল সংঘর্ষ ও নির্মাণরূপী দুই পায়ে।

ছত্তিশগড় শ্রমিক আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য আরও কিছু দিক :

ক) ছত্তিশগড়ের শ্রমিক আন্দোলনে ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে শ্রমিকশ্রেণি ব্যবহার করতেন

সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলনের পাঠশালা এবং হাতিয়ার হিসাবে।

খ) ট্রেড ইউনিয়ন সমাজের সবথেকে প্রতিক্রিয়াশীল ও ঘৃণিত শক্তিকে নিজের শত্রু ঘোষণা করে বাকি শ্রেণিগুলির সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনের প্রয়াস নিত, প্রতিক্রিয়াশীলদের নিজেদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব বাড়াতে সাহায্য করত এবং এক নমনীয় কার্যপদ্ধতির উপর নির্ভর করে প্রতিটি বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণের চেষ্টা করত।

গ) ট্রেড ইউনিয়ন পরিচালনা করা হত গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতিতে। আন্দোলন সম্পর্কিত সকল সিদ্ধান্ত, সংগঠন সংক্রান্ত সকল প্রশ্নের মীমাংসা করা হত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এবং কেন্দ্রিকতার মাধ্যমে সেইসব সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হত।

ঘ) খুবই গুরুত্ব পেত নেতৃত্বের প্রশ্ন। অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়ন-এর মত মধ্যশ্রেণির ব্যক্তিরা শ্রমিক নেতা হতে পারতেন না। নেতৃত্বকে হতে হত নিজের শ্রেণির সবচেয়ে শ্রেণি সচেতন অংশ। সবচেয়ে শ্রেণি সচেতন হওয়ার জন্য যে চার সূত্রের নিয়ম অবলম্বন করা হত তা হল — শ্রেণিসংগ্রামে সাহসিকতার সঙ্গে অংশগ্রহণ, উৎপাদন সংগ্রামে অংশগ্রহণ, ইতিহাস অধ্যয়ন ও বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ।

সংক্ষেপে বলতে গেলে এভাবেই ছত্তিশগড়ের মাটিতে নতুন ধারার ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের খোঁজে নিরন্তর পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছিল ১৯৭৭ থেকে ' ৯১ অবধি। এ পরীক্ষা যে সর্বাংশে অভ্রান্ত ছিল না, তা বোঝা যায় কমরেড নিয়োগীর মৃত্যুর পর ছত্তিশগড় শ্রমিক আন্দোলনের ক্রমশ শক্তিক্ষয় থেকে। তবুও যাঁরা নতুন ধারায় শ্রমিক আন্দোলনে এগিয়ে নিতে চান, তাঁদের ছত্তিশগড় শ্রমিক আন্দোলনের ইতিবাচক দিকগুলি থেকে শিক্ষা নিয়েই এগোতে হবে।

লেখক পরিচিতি : ডা. পুণ্যব্রত গুণ ছত্তিশগড় মাইন্‌স অফিস সংঘের স্বাস্থ্য কর্মসূচি শহিদ হাসপাতালে কর্মরত ছিলেন ১৯৮৯-১৯৯৪ সাল পর্যন্ত। নিয়োগী পরবর্তী সময়ে ছত্তিশগড় মুক্তি মোর্চার কেন্দ্রীয় নির্ণায়ক সমিতির সদস্যের ভূমিকা পালন করেন কিছু কাল।